



## 21775 - আশুরার রোজা রাখার ফজলিত

### প্রশ্ন

আমি শুনছি আশুরার রোজা নাকি বগিত বছররে গুনাহ মচোন করে দেয়- এটা কিসঠকি? সব গুনাহ কি মচোন করে; কবরি গুনাহও? এ দিনরে এত বড় মর্যাদার কারণ কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আশুরার রোজা বগিত বছররে গুনাহ মচোন করে। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: “আমি আল্লাহর নকিট প্রতদিন প্রত্যাশা করছি আরাফার রোজা বগিত বছর ও আগত বছররে গুনাহ মার্জনা করবে। আরও প্রত্যাশা করছি আশুরার রোজা বগিত বছররে গুনাহ মার্জনা করবে।”[সহি মুসলিম (১১৬২)] এটি আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ একদিনরে রোজার মাধ্যমে বগিত বছররে সব গুনাহ মার্জনা হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহান অনুগ্রহকারী।

আশুরার রোজার মহান মর্যাদার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এ রোজার ব্যাপারে খুব আগ্রহী থাকতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “ফজলিতপূর্ণ দিন হিসেবে আশুরার রোজা ও এ মাসরে রোজা অর্থাৎ রমজানরে রোজার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যত বেশি আগ্রহী দেখেছি অন্য রোজার ব্যাপারে তদ্রূপ দেখিনি।”[সহি বুখারি (১৮৬৭)] হাদিসে يتحرى শব্দরে অর্থ- সওয়াব প্রাপ্তি ও আগ্রহরে কারণে তিনি এ রোজার প্রতীক্ষায় থাকতেন।

দুই:

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আশুরার রোজা রাখা ও এ ব্যাপারে সাহাবায়েরে করোমক উদ্ভুদ্ধ করার কারণ হচ্ছে বুখারির বর্ণিত হাদিস (১৮৬৫) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনায় এলেন তখন দেখলেন ইহুদরি আশুরার দিন রোজা রাখে। তখন তিনি বললেন: কেনে তোমরা রোজা রাখ? তারা বলল: এটি উত্তম দিন। এদিনে আল্লাহ বনি ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করছেন; তাই মুসা আলাইহিস সালাম এদিনে রোজা রাখতেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমাদের চয়ে আমমিসার অধিক নকিটবরতী। ফলে তিনি এ দিন রোজা রাখলেন এবং অন্যদেরকও রোজা রাখার নরিদশে দলিলে।”



হাদসিরে উদ্ধৃতি: “এটি উত্তম দিন” মুসলমিরে রওয়ায়তে এসছে- “এটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ মুসাকে ও তাঁর কওমকে মুক্ত করছেন এবং ফরৌউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে মরেছেন।” হাদসিরে উদ্ধৃতি: “তাই মুসা আলাইহিস সালাম এদিনে রোজা রাখতেন” সহহি মুসলমিরে আরকেটু বশে আছে যে “...আল্লাহর প্রতীকৃতজ্ঞতাস্বরূপ; তাই আমরা এ দিনে রোজা রাখি। বুখারির অন্য রওয়ায়তে এসছে- “এ দিনে মহান মর্যাদার কারণে আমরা রোজা রাখি। হাদসিরে উদ্ধৃতি: “অন্যদেরকেও রোজা রাখার নর্দশে দলিনে” বুখারির অন্য রওয়ায়তে এসছে- “তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা তাদের চয়ে মুসার অধিক নকিটবর্তী। সুতরাং তোমরা রোজা রাখ।” তিনি:

আশুরার রোজা দ্বারা শুধু সগরি গুনাহ মার্জনা হবে। কবরি গুনাহ বশিষে তওবা ছাড়া মচোন হয় না। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: আশুরার রোজা সকল সগরি গুনাহ মচোন করে। হাদসিরে বাণীর মরুম রূপ হচ্ছ- কবরি গুনাহ ছাড়া সকল গুনাহমচোন করে দিয়ে। এরপর তিনি আরও বলেন: আরাফার রোজা দুই বছরে গুনাহ মচোন করে। আর আশুরার রোজা এক বছরে গুনাহ মচোন করে। মুক্তাদরি আমীন বলা যদি ফরেশে তাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহলে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়... উল্লেখিত আমলগুলোর মাধ্যমে পাপ মচোন হয়। যদি বান্দার সগরি গুনাহ থাকে তাহলে সগরি গুনাহ মচোন করে। যদি সগরি বা কবরি কোন গুনাহ না থাকে তাহলে তার আমলনামায় নকে লিখো হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধিকরা হয়। ... যদি কবরি গুনাহ থাকে, সগরি গুনাহ না থাকে তাহলে কবরি গুনাহকে কিছুটা হালকা করার আশা করতে পারি। [আল-মাজমু শারহুল মুহাযাব, খণ্ড-৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: পবিত্রতা অর্জন, নামায আদায়, রমজানের রোজা রাখা, আরাফার দিন রোজা রাখা, আশুরার দিন রোজা রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু সগরি গুনাহ মচোন হয়। [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-৫]